

অক্ষয়

জ্যোতিষ চট্টোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান

পপুলার লাইব্রেরী

১০৫।১বি, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট (বিধান সরণী), কলিকাতা ৬

প্রথম সংস্করণ

মার্চ ১৯৪৪

প্রকাশক

রমেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

৪১।১ হিদারাম ব্যানার্জী লেন

কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদপট

স্ববোধ দাশগুপ্ত

মুদ্রক

লিথন প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

৪১।১ হিদারাম ব্যানার্জী লেন

কলিকাতা—১২

নির্ভীক

দুনিয়ায় সবই প্রায়

পাওয়া যায় ভাড়া ;

শুধু সোজা নির্ভীক

শিরদাঁড়া ছাড়া ।

অঙ্গুষ্ঠ

আধুনিক একলব্য

হাজারে হাজারে

অঙ্গুষ্ঠেরে চালু করে

আঁধার-বাজারে ।

কঙ্কাল

জীবনের মদ যত

জল হয়ে যায়, যে এলিয়ে ;

শুল গৃহিণীত পান

অতীতের ডানাকাটা প্রিয়ে ।

পেঁয়াজ

এ জীবনটায় পেঁয়াজের মত
কেবল খোলা ;
ছাড়ানোর শেষে অসীম শূন্য
পটল-তোলা ।

নিরীহ

মোদের নিরীহ হাতে
বদলোকে খেয়ে যায় গাঁজা ;
সেই অজুহাতে হয়
অপরের হাড় ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ।

শরতে

শরতের চাঁদ
দোখ শেয়ালেরা কাঁদে ;
জেনো সেটা শুধু
শিকার ফেলতে কাঁদে ।

বাঁশ

কর্তব্যের কঞ্চি যবে বাঁশ হয় পেয়ে অবহেলা
নোয়াতে তখন তাকে বিলক্ষণ বুঝি সে কী ঠেলা!

বেকার

যখন থাকে না কোনো

গুরুতর কাজ

কল্পনাকে বলি : এবে

ভেরেগাই ভাজ

কমরেড

অনেক দেখেছি ভেবে

জীবনের সেরা কমরেড

আর কেউ নয়, দাদা—

অধীনের পোড়া সিগারেট।

নির্মোক

কালের নির্মোক, দেখ

হয়ে ওঠে উচ্ছল যৌবন

তরুণীর সারা গায়ে।

করবে কার সে মন হরণ ?

অদূরে

আলোর তলায়

কত যে অন্ধকার

ব্যথায় কাতর

—খবর রাখি না তার।

জল্পনা কল্পনা

ভেতরে জল্পনা চলে, রুদ্ধদ্বার ঘর—

খোলা আকাশের নীচে পড়ে থাকে পথ ;

ভবিষ্যৎ কোন্ পথে, এই নিয়ে ঘরে নানা মত

অধুচ সে ভবিষ্যৎ দেখা দেয় পথেরই উপর।

কাব্য

কাব্য আমার

পদচারণার ঠাই

তাকে ছেড়ে আর

বলো, কোন্‌খানে যাই

দূর পাল্লায়

চলার ভরসা নাই।

ভূত

থাকলে টাকা

কাব্য করার জুত

যতই থাকুক

সর্বান্তে খুঁত

দেবতা হয়ে

উঠতে পারে ভূত।

প্রেম

মানুষ হয় যে ফুল
 প্রেমের দেউলে,
প্রাণ ভ'রে ফুটে ওঠে
 আপনার ভুলে ।

সাবধান

সাহিত্যের ছদ্মনামে
 কথার ভণ্ডামি
বাহারেতে চলে, তাই
 দেখে শুনে খামি

চাপা

বাঁকাচোরা জীবনের
 সুদীর্ঘ পাড়িতে
বহু পড়েছি চাপা
 গরুর গাড়িতে ।

সুযোগ

দাঁতে কমে গেছে ধার,
নখগুলো কাটা ;
শ্রাকামির গুণ টানো,
বিজ্ঞপের ভাঁটা ।

বর্তমান

অসামের ছেঁড়া বোঁটা
হয়ে আছে টিকি ;
অতীতের বৈভব
আজ ঘসা সিকি ।

ভবিষ্যৎ

ফুল ফোটা বর্তমান,
ফুল ঝরা ধূসর অতীত ;
ভবিষ্যৎ উকি দেয়,
নড়ে ওঠে অসুখে ইঙ্গিত

তথাপি

হয়ত এ জীবনের

সবটুকু নয়কো ভেজাল ;

নীর ছেড়ে ক্ষীর খেতে

হতভাগ্য হংস নাজেহাল

দুরাশা

রুদ্ধ পিঁজরা,

তবু যে আকাশ ডাকে

স্বচ্ছ আলোতে,

পিঁজরার ফাঁকে ফাঁকে ।

ত্রিকাল

অতীত কুসীদ চায়,

বর্তমান চোখ যে রাঙায়,

ভবিষ্যৎ সেই ফাঁকে

জাল মুজা অক্রেমে ভাঙায় ।

হিসাবের কড়ি

পরকাল বরঝরে,
ইহকালও প্রায়—
হিসাবের কড়ি এ যে—
বাঘেও না খায়

প্রেম

খুঁজি প্রেম
ইদিকে উদিকে—
পরদারে
বিবাহ ও নিকে

ছড়ানো কুড়ানো

ছড়িয়ে দিয়েছি যত সুর—
নেব তুলে ; দূর থাক দূর।

বন্দী

রুদ্ধতার বন্দী বিহঙ্গেরা
মৃত্যুর আকাশে পায় ডেরা।

বাঁটোয়ারা

বাজাও তুমি
 আনমনা।
আমার শুধু
 তান শোনা।

জীবন

আলো ছায়া
 আর কলরব
এই নিয়ে
 জীবনের সব।

প্রেম

বাহুডোরে পায় প্রেম
বন্ধনের ছাড়া ;
বিহঙ্গের পক্ষপুটে
আকাশ ইশারা ।

মাধ্যাকর্ষণ

মশা আর ছারপোকা
ধরে দুই দিক—
স্বর্গে মর্ত্যে টানাটানি,
তাই আছি ঠিক ।

কাব্যলক্ষ্মী

কাব্যলক্ষ্মী নিরুদ্দিষ্ট
কলমের মুখে ;
সিগারেট ধোঁয়া ছাড়ে
পরম কোতুকে ।

ছাই

আমার এ কাব্য, জেনো
সিগারেট ভাই—
ধূম্রকাল ছিন্ন হলে
পড়ে থাকবে ছাই।

উভয়ত

পিছনে পিছল পথ,
সামনে অন্ধকার ;
জীবন বেতালো সুর,
মৃত্যু ছিন্নতার।

অন্ধকার

লালবাতি জ্বলে-দেওয়া
জীবনের খাতা ;
বিশ্বতির কালি-ঢালা
অন্ধকার পাতা।

সীমার মাঝে অসীম

বিশ্বের সীমার মাঝে
ফ্যাসান অসীম
পকেটকে ছিন্ন করে
রক্ত করে হিম।

আকাশ

আকাশে ডানা
ছড়িয়ে ওড়ে পাখি
ডানা আমার,
তোমার ছুটি আঁখি
অচঞ্চল ওড়া সেখানে রাখি।

দুরাশা

এক বিন্দু শিশিরের
মনে ছিল আশা
মরুমৌনে ভরে দিতে
বনানীর ভাষা।

অনাহুত

আকাশে প্রদীপ জ্বলে ছোট ছোট তারা,
ক'রে চলে সারা রাত আঁধির ইশারা—
কাকে ডাকে? না বুঝেই আমি দিই সাড়া।

গ্রন্থবাতী

বহু পুঁথিপত্র ঘেঁটে
সার কথা কই
সব চেয়ে সেরা গ্রন্থ
মোটী চেক বই।

যত্নপি

শুধু নিজ মাংসে যদি
মিটে যেত ক্ষুধা,
সুধাময় হয়ে যেত
নিশ্চয় বসুধা।

ভুলে গিয়ে হিংসাদেব,
বৃথা কার্নাকাটি—
মাটি হয়ে যেত টাকা ;
টাকা হত মাটি ।

পরিহাস

জীবনের যত পরিহাস বিদ্যুটে
কাটলেট বলে পাতে দিয়ে যায় ঘুঁটে

হাতছাড়া

পরশরে গিয়ে হয়
প্রায়সী 'বহিন'
মদের বোতলে যেন
সোডা তেজহীন ।

অচ্ছেদ্য

রঙীন ছনিয়া যেই
হয়ে এস ফিকে
বেড়ালের উর্ধ্বনেত্র—
ছেঁড়ে না যে শিকে !

লোকমুখে

শুনেছি লোকের মুখে
নাকি রাতারাতি
গুজবের মশাটিও
হয়ে ওঠে হাতি ।

রুটি

খালি পেটে ঠোঁট দুটি
স্বপ্নকেও দেয় ছুটি
হুমো ছেড়ে চায় রুটি ।

অনবগুণ্ডিত

ঘা খেয়ে জীবন
হয়েছে চেপ্টা,
কুকনো ঘুঁটের
মতন লেপ্টা ।
কী হবে ঘোমটা
নাচতে খ্যামটা ?

সাবধান

যখনি দেখবে কুস্তীরাক্ষ

ঝরায় মুক্তো—

সাবধান খুব! জুতো থেকে ফিতে

করো বিযুক্ত।

সাধু

মিটি মিটি চায় আর

ভাল কথা কয়

কেন এত সাধু সাজে

যদি চোর নয়।

সন্দেহের কারণ

কুকুরে মুগুরে ভাব—

অসি আর খাপ

ট্যাঁকে হাত দিয়ে দেখ,

হল কিনা সাফ।

প্রিয় সম্পাদক

আপনাদের ঐ কাগজটাকে
পছন্দ খুব করি,
পৃষ্ঠপোষক নিজে আমি ;
হাতে পায়ে ধরি—
পাঠালাম যে ওরই জন্মে
লেখা একটি গাদা
বিনা ওজর-আপত্তিতে
ছাপতে হবে, দাদা !

যোগ্যেন

বিড়ালের তপস্কার
কাঠিগোর নীচে
আসল স্বরূপ তার
সপ্‌সপে ভিজে ।
এই সত্য জানা মাত্র
দেহের পিঞ্জরে
এ হৃদয় কুমীরের
অশ্রু হয়ে ঝরে ।

সাবধান

এ জীবন কুহকিনী,
ভায়া সাবধান!
গোড়াতেই রেখো তাই
কেটে ছুটি কান

পঞ্চাশোধে

হে শ্রেয়সী, পার হয়ে
যৌবনের সীমা
হয়ে যেয়ো পঞ্চাশোধে
বিশ্বের মাসিমা।

ফিকে

যৌবনের লিপস্টিক
ঠোটে হল ফিকে
শ্রেমের ভাঁড়ারে আজও
ছেঁড়ে নি যে শিকে!

অজাতলগ্ন

ফুল আর ফুটল কই,
নির্বাক সানাই ;
শুদ্ধত্বের প্রজ্ঞাপতি,
সে নাই, সে নাই

পাথের

শ্রেম আমাদের
জীবনে পাথের হবে ;
মুক্ত আকাশে
ডানা মেলে দেব কবে
মেঘ নিয়ে যাবে
নিরুদ্দেশের ভাষা
যাযাবর হাওয়া
শূন্যে বাঁধবে বাসা ।

হানা

ক্রান্তিবিহীন আকাশের বৃকে
আমার দুখানি ডানা,
শুধুই অন্ধ আশায় কী স্মৃথে
অবিরাম দেয় হানা।

সংসারী

বীরের ভরসা
খোলা তরবারি
খাপের মধ্যে গিয়ে
নিরীহ ছাঁপোষা
হল সংসারী
—আমারই মতন, প্রিয়ে!

ছাপ

যে আলো যায় না দেখা,
অথচ যা তোলে ফটোগ্রাফ,
তোমার হৃদয় থেকে
এ হৃদয়ে তুলে নিল ছাপ।

দুর্গাম

পথে যেতে যদি না দেখতে পেয়ে
পদস্থলন ঘটে ;
যত না আঘাত, জেনো তার চেয়ে
দুর্গামই বেশী রটে ।

টাকার কুমীর

ভুখমিছিলের
কঙ্কাল দেখে চোখে
টাকার কুমীর
অশ্রু ঝরায় শোকে ।

ওমর থৈয়াম

তুমি আমি আর
চেঁকবই
তাহলেই প্রেম
টেঁকসই ।

গান

স্বরের কান্না
গানের বেদনা বয়
—তাই এত মধুময়

চিরস্তনী

ফুল ঝরে যায়
যাক না—
প্রজাপতি মেলে
পাখনা।

শিল্পী

পাতার ওপরে
ছোট্ট শিশির
একটি ফোঁটায়
কত আশা ক'রে
বন্ধে নিবিড়
আকাশ ফোঁটায়।

সার্থক

আকাশ-ব্যাকুল
ফুটে ওঠে ফুল,
 ধুলোয় ঝরে ।
প্রজাপতি আসে,
তাকে ভালবাসে
 ঝরঝর পরে ।

অকারণ

বৃথা কাজে গেল
 আরেকটি দিন ;
ঝরে-পড়া ফুল
 ধুলোয় মলিন ।

অঢাপি

বিগত আশার
 ক্রান্ত এ ডানা ছুটি
পথ অনন্ত—
কবে যে মিলবে ছুটি ।

কলরব

এই নির্জনে

পাখির কাকলি

কত কথা যেন

করে বলি-বলি।

বোল ফোটানোর

জাগে উৎসব

ভাঙে স্তব্ধতা,

ওঠে কলরব।

বাধা

বহু ঠেকে আজ, ভাই

এইটুকু শিখি—

শুভ কর্মে মিত্ররাই

হাঁচি টিকটিকি।

ছাঁট

‘মা ফলেষু কদাচন’
শাস্ত্রের বচন
প্রেম ছেঁটে ফেলা ভাল
ধরলে পচন ।

জট

জীবনের জটিলতা
পাকাল যে জট,
যতটা সহজ এর
বেশিই দুর্ঘট ।

যদা হি

ঘুঁটেও যখন হয়
আকাশের চাঁদ
নিজেকে তখন বলি—
গলা ছেড়ে কাঁদ ।

নির্বিকার

অখতর খাবে ব'লে
সন্ধ্যা ও সকালে
শ্বাস কাটা চিরকাল
আমার কপালে।
ধিকার দিয়ে কি লাভ
সেই দক্ষ ভালে।

দড়ি

হাতে আজ শুধু রেখা,
নেই টাকাকড়ি ;
উচ্চাশার হিমালয়
ঝোলে-খাওয়া বড়ি
যে গলায় গান ছিল,
খোঁজে আজ দড়ি।

যদি

হক কথা শুধু

বসে বসে গেছি বলে ;

অলস কথার

মহা কুটকুটে ওলে

খুব আশা ছিল

যদি তাতে ওঠ জ'লে ।

দুঃখায়

রুক্ষ গিন্নী, মূর্খ পুত্র,

মদ্যপ জামাতা,

কর্মস্থলে ক্ষিপ্ত প্রভু,

শত্রু জ্ঞাতিব্রাতা,

ছিদ্রাশেষী বন্ধু আর

তস্কর চাকর

এরা সব বহুবিধ

দুঃখের আকর ।

সামলে

ট্রামের বাসের ভিড়ে
কাছে যদি দেখ
কেউ বেশী গায়ে-পড়া ;
যদি সঙ্গে থাকে
প্রিয়সী মার্কেট গেলে—
মুখে মধু ঢেলে
পকেট সামাল, বন্ধু !
না হলেই গেলে ।

গ্রাহ

বৃদ্ধের বচন গ্রাহ,
তরুণের হিয়া ;
সর্বনাশ সমুৎপন্ন
অর্ধমূল্য দিয়া
গ্রহণ করিও প্রাণ
আর সব ছাড়ি—
যার ইচ্ছা বলুক সে
একে বাড়াবাড়ি ।

এখন

অনেক করেছি

ভালবাসাবাসি

অশ্রুতে ভিজি

ব্যাত্ৰের মাসি

একমনে আজ

স্মরি গয়া কাশী ।

কীর্তন

ধূলো মেগে এ জীবন

হয় যে গেরুয়া

এ জগৎ মায়া, আর

সব কিছু ভূয়া

ছুছন্দর তোলে এই

কীর্তনের ধূয়া ।

ভুল

কোনটা যে প্রেম আর
নয় কোনটা যে,
বোঝা যায় নাকো সেটা
কথার আওয়াজে
ভুল তাই ঘটে গেছে
বুঝি মাঝে মাঝে।

ভুল

আমার সে খাপছাড়া
কোনো কোনো ভুল
জীবনের বাগিচায়
হয় যদি ফুল
নিও তার মধু, কিন্তু
ফুটিও না ছল।

জুতা

সে আমার অন্তরের

সহজ ঝঞ্জুতা,

তোমাদের হাতে যাকে

খেতে হয় জুতা।

বর্তমানে

সেকালের অন্ধ প্রেম

এ আমলে চশমা দিয়ে চোখে

দেখে যার শূণ্য ট্যাক

দরজার বাইরে তাকে রোধে।

ফাঁকি

বিশ্ব জুড়ে দেখি যখন

চলছে কেবল ফাঁকি,

দেখে শুনে তখন নিজের

কাটা কানটি ঢাকি।

পুনরপি

গুলটালে গণেশেরা

সোজা হয়ে বসি,
খুলে যাওয়া খালি ট্যাঁকে
টেনে বাঁধি কসি।

ঠাকুর

দেশের কুকুর

বিদেশে ঠাকুর সেজে
ইতিউতি দেখে
যদি কারও মন ভেজে।

অর্থনীতি

প্রেমের প্রথম ভাগ,

সঙ্গে ধারাপাত—
পড়তে করো না ভুল,
ছুই একসাথ।

ব্যুৎ

মাটিতেই গুঁজে মাথা
উটপাখি ভাবে—
ওটি বুঝি কেলা তার,
প্রাণটা বাঁচাবে ।

সম্বল

ঘাটে এসে লাগে ফাঁকা
বাণিজ্যের ডিঙা ;
সম্বল ক'খানি হাড়
তাতে ফুঁকি শিঙা

পারমাণবিক

তাসের এ ঘর
যদি হয় চুরমার—
কেন আর মিছে
তবে শোধ দিই ধার ।

উপদেশ

সবকিছু ছেড়ে দিয়ে,
পরকাল ভেঙ্গে ঘিয়ে
করেছ কি জলযোগ
তাইতে ?

কার কড়ি কে বা ধারে !
সময়ের পারাবারে
মনটাকে যেতে দিও
নাইতে ।

আখের

বাজি-জ্ঞেতা বৃদ্ধ অশ্ব
হলে অশ্বতর,
তখন তাকে যে লাধি
মারে ছুচুন্দরও ।

ফলাফল

খাল কেটে এনেছি কুমীর,
মালা হল তার আধিনীর ।

প্রশ্ন

পুরনো কপাল

ঘষেছি ঝামায়,

কুবেরের ধন

কি করে নামাই ?

নীড়

নীড় উড়ে গেছে ঝড়ে—

আছে ডানা, নেব গড়ে ।

আশা

চার চোখে

থাকে আশা,

ছ'টি প্রাণে

ভালবাসা ।

কাকলি

বৃক্ষ শাখা

মেলবে পাখা

কখনও ছিল

ইচ্ছে।

আজ আকাশে

কী উচ্ছ্বাসে

পাতা ছড়িয়ে

দিচ্ছে।

প্রগতি

ছোট্টা, শুধু-শুধু ছোট্টা

প্রগতির তাই হ'ল সুর;

দম-ছোট্টা উর্ধ্বাসে—

পেছনে কি পাগলা কুকুর?

ভাগ্যবান

ছনিয়ে সব চেয়ে
সেই ভাগ্যবান
যার দিব্যি কাটা গেছে
ছইখানি কান।

নব রূপে

বিবাহের খাপে ঢাকা
প্রেমের এ অসি
তোমাকে গৃহিণীরূপে
পেয়েছে, প্রেয়সি

দূরে ও কাছে

আকাশের তারা
জোনাকির রূপ ধ'রে
দূরকে আপন করে।

বাণী

ব্যাগু ক'রে দিগ্বিদিক
শুধু অন্ধ কুজাটিকাজাল
পেতেছে আসন ;
অন্ধকারে কালশ্রোত ফেনিল উত্তাল
ধৈর্যের তরণী বেয়ে
রাত্রিশেষে প্রভাতের তীর
আমরা হয়ত পাব।

অন্ধ পাখি খুঁজে পাবে নীড়।

স্পেশালিস্ট

বাঘের গলায় হাড় ফুটেছিল ফের ;
ধর্না দিল সে একদা ছুয়ারে বকের।
'ভুল জায়গায় এসেছ', বলল বক—
'আমি আজকাল চক্ষুচিকিৎসক।'

জাতি-সংসদ

ভেড়ার বাচ্ছা আর এক কেঁদো বাঘে,
ঘোলা জল নিয়ে বিষম ঝগড়া লাগে।
শেষে দুজনেই জাতি-সংসদে আসে ;
'ভাব ভাব' বলে চোখের জলেতে ভাসে।

স্বাধীনতা

হাংলা নেকড়ে পোষা কুকুরের কাছে
এসে বলে, 'ভায়া, কর্মখালি কি আছে ?
ভুয়া স্বাধীনতা চিবিয়ে মেলে না রস।
তার চেয়ে ভাল পরে থাকা বকলস।'

উণ্টাচাল

এবারের খেলাধুলা ফাইন্সাল রেসে
খরগোস পৌঁছুল প্রথমেই এসে।
'কোথা গেল দিবানিদ্রা ?' শুধাল রেকারি-
খরগোস বলে, 'বলো, কত আর হারি !'

জনগণমন অধিনায়ক

বারে বারে মিথ্যাকথা বলেছে রাখাল,
'বাঘে খেয়ে গেল হায় গরুর এ পাল।'
তারপর এল দেশে গণ-নির্বাচন,
রাখালের অধিকারে জনগণমন।

একচক্ষু

একচক্ষু হরিণেরা বর্তমান যুগে
মরে না কো চন্ডুলজ্জ্বারোগে ভুগে ভুগে।
তারা তাই বেঁচে থাকে আরামে অনেক ;
ছ চোখ থাকতে করো একচক্ষু ভেক।

পুচ্ছগৌরব

ধার করা এক ময়ূরপুচ্ছে সেজে এল দাঁড়কাক,
ময়ূরেরা দেখে বনের মধ্যে সম্মুখে নির্বাক ;
অতিসমরোহে ময়ূরসভার সভাপতি হল সে যে—
কোনো নিশ্চয় আলগা পুচ্ছে ছুনিয়ার মন ভেজে।

ব্যবসায়ী

অশ্রুজালে ঘোড়াদের খাবারের টবে,
কুকুর চেষ্টায় ব'সে কান-ফাটা রবে।
তার ফলে খাবারের ক্রমে বাড়ে দাম
ব্যবসায়ী কুকুরের সিদ্ধ মনস্কাম।

ফ্যাশান

কিসে যেন শেয়ালের ল্যাজ গেল কাটা
অনুতাপে অশ্রুজলে শুকোলেই ঘা-টা
সমাজেতে এল যবে মাথা হেঁট ক'রে
অচিরেই সে ফ্যাশান চালু ঘরে ঘরে।

ফুড র্যাশান

খাবার র্যাশান করা, স্তূতরাং শেয়ালের ছেলে
সারসকে খেতে দিল প্লেটে ঝোল তেলে
সারস ভীষণ খুশী অতিথেয়তায় ;
উদগারেতে র্যাশানের মহিমা ব্যাখ্যায়।

পঞ্চবার্ষিকী

ইছুরের পঞ্চবর্ষ-পরিকল্পনায়
বিড়ালের গলদেশে ঘণ্টা ঝুলে যায়।
বাঞ্জে তাতে টুং টুং অনবদ্য সুর ;
পরিকল্পনার জয় গায় সে ইছুর।

